পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০, ওয়েবসাইট : www.wbcuta.org

সার্কুলার- ২/২০২০ **তারিখ : ১৭ - ০১ - ২০২০**

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,/ সম্পাদক জেলা কমিটি
----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

আপনাদের সকলকে ইংরেজী নববর্ষ ২০২০-র শুভেচ্ছা জানাই। গত ৮ জানুয়ারি ২০২০ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে এ.আই.ফুকটো সমর্থিত ২৪ ঘন্টার ভারত বনধে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সংগ্রামী অভিনন্দন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন গত ৩০-১২-২০১৯ তারিখে মাননীয় রাজ্য সরকারের অর্থদপ্তর থেকে আমাদের রাজ্যে ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ইউ. জি. সি.-র সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে এক আদেশনামা প্রকাশিত হয়। এই আদেশনামায় ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ চার বছরের বকেয়া আর্থিক বঞ্চনা সহ আরো বেশ কিছু বঞ্চনার বিষয় যুক্ত হয়, **যেমন ১ জানুয়ারি ২০১৬ পর থেকে এম. ফিল. / পি. এইচ. ডি.-র ইনক্রিমেন্ট রোধ, বাঞ্চিং এফেক্টের অনুপস্থিতি, অধ্যক্ষবন্ধুদের বেতন বৈষম্য, চার বছর পর অধ্যক্ষ পদ থেকে অধ্যক্ষবন্ধুদের অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক পদে অবনমন সহ অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুদের পেনশন রিভিশনের বিষয়টিও অনুপস্থিত এই সরকারী আদেশনামায়।** এই আদেশনামা প্রকাশিত হওয়ার পর সারা রাজ্যে অধ্যাপক, অধ্যক্ষ সহ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকবন্ধুদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তীব্র অসন্তোষ। যদিও শিক্ষাদপ্তরের এই আদেশনামাকে ভিত্তি করে ডি. পি. আই.-এর আদেশনামা এখনো প্রকাশিত হয়নি, তথাপি সদস্যবন্ধুদের উৎকণ্ঠা নিরসনে সমিতি ইতিমধ্যেই ৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের আর্জি জানিয়ে সাক্ষাতের সময় চেয়ে চিঠি দিয়েছে। এই অবস্থার পাশাপাশি গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সরকার অনুমোদিত চুক্তিভিত্তিক, আংশিক সময়ের অধ্যাপকবন্ধু সহ অতিথি অধ্যাপকবন্ধুদের সরকারী আদেশনামা নিয়েও বন্ধুদের মধ্যে তৈরী হয়েছে চরম অস্থিরতা। সমিতি সরকারী এই আদেশনামায় অতিথি অধ্যাপকবন্ধুদের জন্য ঘোষিত বেতনক্রমকে অভিনন্দন জানালেও সরকার অনুমোদিত চুক্তিভিত্তিক, আংশিক সময়ের অধ্যাপকবন্ধুদের বঞ্চনার বিষয়গুলি **যেমন সিনিয়ারিটি বিবেচনা না করা, সাপ্তাহিক কাজের সময় ২৫ ঘন্টা থেকে কমিয়ে ১৫ ঘন্টা করা, অবসরের বয়স ৬০ বছর অপরিবর্তিত রাখা, রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক গ্রন্থাগারিকদের এই আদেশনামায় অন্তর্ভুক্ত না করা** ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ সরকারী পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে সমিতি ইতিমধ্যেই ১৪ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে সাক্ষাতের সময় চেয়ে চিঠি দিয়েছে।

রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষক বিরোধী এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ১৯ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমিতির ডাকে সারা রাজ্য জুড়ে কর্মবিরতি কর্মসূচীকে আপনার সফল করেছেন। সহযোগী বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকারের এই দমন-পীড়ন মানসিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন কর্মসূচী সংগঠিত করে চলেছে। এমতাবস্থায় রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত নায্য পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে গতকাল ১৬ জানুয়ারি, ২০২০ সমিতির কর্মসমিতির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। ইউ. জি. সি.-র সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে ডি. পি. আই.-এর আদেশনামা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনো অপশন ফর্ম ফিল-আপ করব না।

২। রাজ্যের অধ্যাপক, সরকার অনুমোদিত চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপক, আংশিক সময়ের অধ্যাপক, অতিথি অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অধ্যক্ষ সহ সদস্যবন্ধুদের পেশাগত দাবি পূরণ না হলে, সমিতি সম-মনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলির সাথে যৌথভাবে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচীতে সামিল হবে।

৩। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সারা রাজ্য জুড়ে সমিতির সদস্যবন্ধুরা কর্মস্থলে দাবি ব্যাজ পড়ে 'দাবি সপ্তাহ' পালন করবেন।

৪। আমাদের রাজ্যে ১ জানুয়ারি ২০১৬-র পরিবর্তে ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ইউ. জি. সি.-র সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হওয়ায় সদস্যবন্ধুদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ সম্বলিত একটি তালিকা অতিদ্রুত সমিতি সদস্যবন্ধুদের হাতে পৌঁছে দেবে।

বন্ধুরা অবগত আছেন সমিতি রাজ্যের শিক্ষা আইনকে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের দারস্থ হয়েছে ২০১৮ সালে এবং জনস্বার্থে বদলির বিষয়ে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট যদিও সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করেছেন, তবুও বন্ধুদের জানাই এই লড়াই অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়সাপেক্ষ। আপনারা অনেকেই এই লড়াইতে সমিতির সংগ্রামী তহবিলে আর্থিক সাহায্য করেছেন। এখনো যেসব সদস্যবন্ধু সমিতির সংগ্রামী তহবিলে আর্থিক সাহায্য করেননি, তাদের কাছে অনুরোধ আপনারা প্রত্যেকে **ন্যূনতম ৩০০ টাকা** সমিতির সংগ্রামী তহবিলে জমা করে সমিতির আন্দোলন কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে চলুন।

এন. আর. সি./ সি. এ. এ./ ক্যাব-প্রত্যাহারের আন্দোলনের পাশাপাশি দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালেয় ছাত্র-শিক্ষকের উপর, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর দুষ্কৃতীদের বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে সারা দেশ সহ আমাদের রাজ্য যখন উত্তাল এমতাবস্থায় গতকাল সমিতির কর্মসমিতির সভায় রাজ্যে পার্ক সার্কাস ময়দানে এন. আর. সি./ সি. এ. এ./ ক্যাব-প্রত্যাহারের আন্দোলনে সহমর্মিতা জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। আপনারা অবগত আছেন সমিতি ৬ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালেয় ছাত্র-শিক্ষকের উপর দুষ্কৃতিদের বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেছে।

আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই আন্দোলন কর্মসূচী চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপনারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হোন এবং আগামীতে রাস্তায় নেমে সমিতির আন্দোলন, প্রতিবাদ কর্মসূচীতে সামিল হবেন, এই প্রত্যাশায় রইলাম।

ধন্যবাদ সহ

কেশব ভট্টাচার্য

(কেশব ভট্টাচার্য)
সাধারণ সম্পাদক
মোবাইল নং ৯৮৩০০২১৭৯৪